দেহ মাগো তাহাতে ভোজন হ'বে ভারি।
মধ্যাহ্নে হইবে সেবা লালচাঁদ বাড়ী।।
তাহা শুনি বসিতে করিয়া দিল ঠাঁই।
সভক্তি শাল্যান্ন ভোজে বসিল গোঁসাই।।
মাখিয়া ঠাকুর দিয়াছেন বদনেতে।
তারক প্রসাদ নিব ব'লে হাত পাতে।।
শাকভাত মাখন করিয়া একত্তরে।
একমুষ্টি দেন প্রভু তারকের করে।।
তারক যখন দিল বদনে তুলিয়া।
দম এঁটে ওঠে তার তালু মধ্যে গিয়া।।
উঠিল বিষম কাশ ভাত উঘাড়িয়া।
ঠাকুরের পাতে পড়ে ভাত কাশ গিয়া।।
কতক মাটিতে কতক মহাপ্রভু পাতে।
কতক পড়িল মহাপ্রভুর বক্ষেতে।।
বক্ষে যাহা পড়ে'ছিল বাম হাত দিয়া।
ধরিয়া দিলেন প্রভু বদনে তুলিয়া।।
লালচাঁদ এসেছিল ঠাকুরকে নিতে।
আগুলিল এসে সেই ভক্তের বাটীতে।।
তিনিও সেবায় ব'সে ছিলেন সেখানে।
কথা নাহি কয় তবু বলিল তখনে।।
তিনি কন, "প্রসাদ পাইতে ইচ্ছা আছে।
যেমন নিয়া'ছ প্রভু ভাল দেওয়া দিছে।।"
অমনি তারক কেঁদে পড়িল ধরায়।
প্রভু কন 'ওঠ তোর নাহি কোন ভয়।।
তারক ভোজন করে কাঁদিয়া কাঁদিয়া।
যাত্রা করিলেন সেই বাড়ী সেবা নিয়া।।
এইরূপে প্রভু সঙ্গে ভক্তের বিহার।
গেল দিন কহে দীন রায় সরকার।।

মহাপ্রভুর লালচাঁদের ভবনে উপস্থিত

তথা হ'তে ভোজন করিয়া ত্বরান্বিত।
লালচাঁদ ভবনেতে প্রভু উপনীত।।
ঘর মধ্যে বসি প্রভু ভক্তগণ সাথে।
পূর্ব্ব ভক্ত ইতিকথা বলে আনন্দেতে।।
ইতিপূর্ব্বে এই লীলা প্রথম সময়।
পাগল বলিয়া খ্যাতি যা'দের ধরায়।।
পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজন তা'দের বারতা।
স্বয়ং প্রভু কহিছেন সেই সব কথা।।
মহাপ্রভু কহে তথা শুনিতে মধুর।
মধুর হ'তে মধুর অতি সুমধুর।।
এইরূপে ইষ্টগোষ্ট কৃষ্ণ কথালাপ।
আর যত এই দানি পাগল প্রস্তাব।।
প্রভু হরিচাঁদ কহে লালচাঁদ ঠাঁই।
"তোর বাড়ী বেত আছে শুনিয়াছি তাই।।
লালচাঁদ কহে 'প্রভু! ভাল বেত আছে।
লতিয়ে উঠেছে বেত বড় বড় গাছে।।
অই সব বড় আমগাছ দেখা যায়।
বেত বেয়ে উঠিয়াছে গাছের আগায়।।'
বসিয়া দু'জনে হইতেছে দেখাদেখি।
থরে থরে বেত ফল রহিয়াছে পাকি।।
'এই বেত হ'তে দুটি বেত দেহ মোরে।
আর এক ইচ্ছা বেত ফল খাইবারে।।'
লালচাঁদ বলে 'বেত পাকিয়াছে ভারি।
টান দিলে বেত ফল যাইবেক পড়ি।।
ফলধরা বেত বড় ভাল নাহি রয়।
অফলা পুরান বেত দিব মহাশয়।।
ঠাকুর বলেন 'আগে বেত ফল আন।'
তাহা শুনি মৃত্যুঞ্জয় করিল প্রয়াণ।।
ঠাকুর কহেন 'অই বেত বড় ভাল।
বেশী নহে মাত্র দু'টি বেত গিয়া তোল।।